তথ্য বিবরণী

বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তির পুনঃজাগরণ

'কৃষির উচ্চ উৎপাদনশীলতা হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যার মাধ্যমে কৃষি আয় বাড়ানো, দারিদ্র কমানো আর বাংলাদেশের কৃষিকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে দাঁড় করানো যাবে।' বিশ্ব ব্যাংকের 'বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তির পুনঃজাগরণ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে । কৃষি সংশ্লিষ্ট যেমন গবেষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ, এনজিও, কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষক এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে এবং এসব বক্তব্য বিশ্লেষণ করেই এই প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। এখানে কৃষি বলতে ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন প্রকার শস্য চাষ , তন্তু চাষ , গবাদি পশু পালন এবং মাছ চাষকে বুঝানো হয়েছে ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার সহায়তায় বাংলাদেশ খাদ্যে বিশেষ করে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এটি দারিদ্র্য কমানোর একটি প্রধান মাইলফলক ।'সবুজ বিপ্লব' এর মাধ্যমে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এটি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষিখাতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিবর্তিত হতে সক্ষম নয়। যা দিয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং কৃষকের পরিবর্তিত চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে একটি গতিশীল কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োজন। যা দিয়ে কমে যাওয়া কৃষি জমি ও বেড়ে চলা জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মেলাতে প্রয়োজনীয় জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য কমানো নিশ্চিত করা যাবে । যে ভাবেই দেখি না কেন, এই খাতের উপর চলতি ধারার কৃষি গবেষণা এবং সম্প্রসারণের খারাপ প্রভাব রয়েছে। কার্যকর জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি পদ্ধতির বাধাগুলো হচ্ছে:

১. কৃষি গবেষণায় কম সরকারী ব্যয়
২. প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক বাধা ও অক্ষমতা
৩. বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উপযোগী প্রযুক্তির রুপান্তরে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অক্ষমতা

আন্তর্জাতিক মানে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণায় সরকারী ব্যয় শুধু কমই নয় তা গত কয়েক বছরে কমেছে। বর্তমানে কৃষি বিষয়ক গবেষণায় সরকারী ব্যয় কৃষিজ জাতীয় উৎপাদনের মাত্র প্রায় দশমিক ২ শতাংশ, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে দশমিক ৬২ শতাংশ এবং গোষ্ঠিগতভাবে উন্নত দেশগুলোতে তা ২ দশমিক ৮০ শতাংশ। যদিও গত ৩/4 বছরে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে উল্লেখযোগ্য হারে ব্যয় করা হয়েছে তবে এর বেশির ভাগই ব্যয় হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণে (যেমন কৃষকের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া)

কৃষি সম্প্রসারণে সরকারী ব্যয় তুলনামূলকভাবে কিছু বেশি এবং তা সময়ের পরিবর্তনের সাথে বেড়ে চলেছে। যেমন কৃষি সম্প্রসারণে ১৯৯৭/৯৮ সালে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ খাতের মোট সরকারী ব্যয় ৭৪শতাংশ থেকে বেড়ে ২০04/০৫ সালে তা ৮৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর বেশির ভাগই ব্যয় হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষককে সম্প্রসারণ সুবিধা পৌঁছানোর চেয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি সম্পদ কাজে লাগানো হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও একে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন কৃষির প্রকৃত সম্প্রসারণে সরকারী ব্যয় বাড়ানো।

উচ্চ মূল্যেও কৃষি পণেন্ত (যেমন ফল, সবজি, মাছ ও পোলট্রি) উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনাগুলো খুঁজে বের করা , কিভাবে এসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন বাড়ানো যায় এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে প্রতিবেদনে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়েছে।

বিশ্ব বাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করায় জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির আলোকে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদনে যেসব সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তাবনা করেছে: ১. পদ্ধতির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার , ২. গবেষণায় অর্থায়ন বাড়ানো এবং ৩. গবেষণা ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ

পদ্ধতিগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জোরদার করা

জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির (এনএআরএস) ব্যাপক স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন কার্যকর করা, টেকসই অর্থায়ন এবং গবেষণার সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য প্রতিবেদনে তিনটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিটি প্রস্তাবনার পৃথকভাবে পুংখানুপুংখ বর্ণনা রয়েছে এবং এসব প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের আগে সরকার পর্যলোচনা করে নেবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এর বিভিন্ন স্টেশন এবং উপ স্টেশন যৌক্তিকতার প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রতিবেদনে সুপারিশে বলা হয়েছে।

গবেষণার অর্থায়ন বাড়ানো

কৃষিজ জাতীয় উৎপাদনের দমমিক ৬ শতাংশ পর্যন্ত কৃষি গবেষণায় ব্যয় বাড়ানোর কথা প্রতিবেদনে প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী গবেষণা অর্থায়ন করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুদান কর্মসূচি (সিজিপি)এর বাস্তবায়ন পাশাপাশি এ বিষয়ে অর্থের উৎসের বহুমুখীকরণ ।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

সরকারী নীতির আলোকে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি) কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং বর্তমান গবেষণা পরিকল্পনার পুন:মূল্যায়ণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য নতুন বিজ্ঞানের (যাতে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি ও বায়ো টেকনোলজি) ব্যবহার বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে বলে প্রতিবেদনে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার আলোকে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে যেসব সংস্কার প্রস্তাবনার কথা বলেছে: ১. সম্প্রসারণ সার্ভিসের অর্থায়ন বাড়ানো ২. সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনার শক্তিশালীকরণ এবং ৩. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যকর করা

সম্প্রসারণ সেবার জন্য অর্থায়ন বাড়ানো

প্রকৃত কৃষি সম্প্রসারণে অর্থায়ন বাড়ানো (বিশেষ করে অপারেশনাল ফান্ড), সরকারী ব্যয়ের কার্যকর ব্যয়ে উন্নয়ন, অর্থায়নের উৎসের বহুমুখীকরণ এবং আর্থিক টেকসই প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিবেদনে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

ইতোমধ্যে পাইলট হিসাবে যেসব আবিস্কার পরীক্ষা করা হয়েছে এগুলো মূলধারায় নিয়ে আসা, সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের কার্যকারিতার উন্নয়ন এবং গবেষণা,সম্প্রসারণ ও কৃষকের মাঝে বন্ধন উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার উৎসাহিত করা

সম্প্রসারণ সেবা দানকারীর বহুমুখী বিকেন্দ্রীত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো , সম্প্রসারণ বিভাগের আওতা ও সুযোগ বাড়ানো এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে।

সবশেষে, বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, উচ্চ মূল্যের কৃষিজ পণ্যের (যেমন ফল, সবজি, মাছ এবং গবাদি পশু) ভোক্তার ব্যয়ে অংশীদারিত্ব যেমন বাড়ছে পাশাপাশি বাড়ছে কৃষিজ জাতীয় উৎপাদনে এর অংশীদারিত্ব। স্থানীয় উৎপাদন প্রযুক্তি অভাব, চাষ পরবর্তী দুর্বল ব্যবস্থাপনা, বাজারে কৃষকের অপর্যাপ্ত প্রবেশ, দুর্বল অবকাঠামো, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে সীমিত বেসরকারী বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় নিম্ন মানের এবং নিম্ন নিরাপত্তার মানের খাদ্য। বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন, কৃষিজ আয় বাড়াতে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য কমাতে জরুরি ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা দরকার।